০১-০৬-২০১৬ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সাথে সাথে তখনই চলতে পারবে, যখন এই পুরোনো দুনিয়ার থেকে বেহদের বৈরাগ্য হবে" অর্থাৎ পুরোনো দুনিয়াকে ভুলতে হবে "

প্রশ্নঃ- ভগবান সমর্থ হলেও ওঁনার রচিত যজ্ঞে বিঘ্ন পড়ে কেন ?

উত্তরঃ- কারণ রাবণ হল ভগবানের থেকেও তীব্র । যখন তার(রাবণের) রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়া হবে, তো তখন সে অবশ্যই বিঘ্ন দেবে , তাই না । শুরু থেকে নিয়ে ড্রামা অনুসারে এই যজ্ঞে বিঘ্ন পড়েই আর পড়বেও । আমরা পতিত দুনিয়া থেকে পবিত্র দুনিয়ায় ট্রান্সফার বা বদলি হচ্ছি , সেই কারণে পতিত মানুষরা বিঘ্ন সৃষ্টি করে ।

গীত --: ও দূরের পথের যাত্রী (ও দূর কে মুসাফির)

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা গানের লাইন শুনলো । যেমন বেদশাস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা ভক্তি মার্গের রাস্তা বলা হয়, সেইরকম গানও অল্প পথ বলে । এইসব তারা কিছুই বোঝে না । শাস্ত্র ইত্যাদি গল্প শোনা সেগুলি হয় কর্ণপ্রিয়ের মতন । এবার বাচ্চারা জানে যে দূরের পথের যাত্রী কাকে বলা হয় । আত্মা জানে যে আমরাও হলাম দূরের পথের যাত্রী , আমাদের ঘর হলো শান্তি ধামে । মানুষরা যখন এইসব কথা বোঝে না , তখন তারা কিছুই বুঝবে না । বাবাকে না জানার কারনে সৃষ্টি চক্রকেও বুঝতে পারছে না । আত্মা এইসব বোঝে যে শিববাবা বলেন আমি টেম্পোরারি (অস্থায়ী) আত্মা পরিণত হই । তুমি হলে স্থায়ী জীব আত্মা । আমি (শিববাবা) হলাম শুধু সঙ্গমযুগেই টেম্পোরারি জীব আত্মা, সেটাও তোমার মতন নয় । আমি (শিববাবা) এই জীবের মধ্যে নিজের পরিচয় দেওয়ার জন্য প্রবেশ করি । না হলে তোমরা পরিচয় কিভাবে প্রাপ্ত করতে? বাবা বুঝিয়েছেন রুহানী বাবা একজনই হন , যাঁকে শিববাবা বা ভগবান বলা হয় । অন্যরা কেউ এসব বোঝে না বা জানে না । এইসবে পবিত্রতার বন্ধন আছে । বড়ো থেকে বড় বন্ধন হয় । নিজেকে আত্মা বোঝা আর যারা দূরের পথের যাত্রী, তারা ভক্তি মার্গেও পতিত পাবন ভগবান কেই স্মরণ করে । রুহানী বাবা সেটাই বোঝাচ্ছেন যে , আমি (শিববাবা) সকলকে নিয়ে ঘরে যাবো । কাউকেই ছেড়ে যাবো না , ফেরত তো সবাই কেই যেতে হবে । প্রলয় ও হওয়ার নেই । ভারতের খণ্ড তো থাকেই । ভারত খণ্ডের কখনও বিনাশ হয় না । সত্যযুগ আদিতে শুধু ভারত খণ্ডই থাকে । কল্পের সঙ্গমে যখন বাবা আসেন তখনই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হয় আর বাকী সব ধর্মের বিনাশ হয় । তুমিও আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনে সাহায্য করছো । তাহলে গানও শুনেছো বলছে বাবা আমাদেরও সাথে নিয়ে চলো । বাবা বলেন এরকম ভাবে সাথে সাথে যেতে পারবে না , যতক্ষণ পর্যন্ত পুরোনো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য না হবে । যখন নতুন বাড়ি তৈরি হয় তো পুরোনোটা মন থেকে মুছে যায় । তুমিও জানো যে এই পুরোনো দুনিয়া শেষ হওয়ার আছে । এবার নতুন দুনিয়ায় যেতে হবে । যতক্ষণ সতোপ্রধান তৈরী হবে না , ততক্ষণ পর্যন্ত দেবীদেবতা পরিনত হতে পারবে না । এইজন্য বাবা বারবার বোঝাচ্ছেন যে নিজেকে আত্মা বুঝে বাবাকে স্মরণ করো । সদ্গতি করতে

দূরের পথের যাত্রী একজন এখানে এসেছেন যাঁকে দুনিয়ার লোকেরা জানে না । ওনাকে সকলে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে । এখন তোমরা বাচ্চারা নম্বর ভিত্তিক পুরুষার্থ অনুসারে জানো যে আমরা হলাম সবাই শিববাবার সন্তান । আসলেও তো বোঝে যে আমরা বাপদাদার নিকটে এসেছি তো এটা পরিবার হয়ে গেছে । এই হলো ঈশ্বরীয় পরিবার । কারোর অনেক বাচ্চা হয় তো অনেক দল (পলটন) হয় । শিববাবার বাচ্চারা যারা এতো বী কে ভাইবোন আছে, তাদেরও অনেক দল (পলটন) হয় । ব্রহ্মকুমার কুমারীরা সবাই জানে যে আমরা বেহদের বাচ্চারা বাবার থেকে বর্সা নিয়ে থাকি । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে পান্ডব আর কৌরবদের খেলা, সেই খেলাতে তারা রাজত্ব দাবি করেছিল । এবার সেই রাজত্ব না কৌরবদের হয় আর না পান্ডবদের । মুকুট ইত্যাদি কিছুই থাকে না , দেখানোও হয়েছে তাদের শহর থেকে বিতাড়িত করেছে । শাস্ত্র ইত্যাদি নাকি লুকিয়ে রেখে গেছে । এইসব হলো সব পৌরাণিক (দন্ত) গল্প । না পান্ডব রাজত্ব হয় আর না কৌরবদের, আর নাইবা তাদের মধ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে । লড়াই রাজাদের লেগেছিল । এরা তো সকলে ভাই ভাই । লড়াই হয়েছে কৌরব আর যাদবদের মাঝে , তাহলে বাকী ভাইরা একে অপরকে কি ভাবে শেষ করবে । দেখানো হয়েছে পান্ডব, কৌরব লড়াই করেছে । বাকী পাঁচ পান্ডব বেঁচেছিল আর এক কুকুর ছিল । তারাও আবার সকলে পাহাড়ের ওপরে গলে মরেছে । খেলাই শেষ । রাজযোগের কোনো অর্থই বেরোলো না ।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো বাবা কল্পে কল্পে এসে এক ধর্মের স্থাপনা করেন । তারা ডাকেও হে পতিত পাবন বাবা আসুন, এসে পতিত থেকে পবিত্র বানান । সত্যযুগে সূর্যবংশী রাজধানীই হয় । ব্রহ্মা দ্বারা বিষ্ণুপুরীর স্থাপনা হচ্ছে । এবার যখন বাবা এসেছেন তো ওঁনার ডায়রেক্শনে চলতে হবে । পদ্মফুলের মতন পবিত্র হতে হবে । কন্যাদের তো বলবো না যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে পদ্মফুলের মতন থাকো । তারা তো হয়ই পবিত্র । এইসব গৃহস্থীদের জন্য বলা হয়েছে । কুমার কুমারীদের তো বিবাহ করাই উচিত নয় , নয়তো তারাও গৃহস্থী হয়ে পড়বে । কিছু গন্ধর্ব বিবাহের নাম তো আছে । কন্যারা তো মার খায় আর অসহায় অবস্থায় তাদের গন্ধর্ব বিবাহ করানো হয় । বাস্তবে মারকেও সহ্য করা দরকার , কিন্তু অধরকুমারী হওয়া উচিত নয় । বাল ব্রহ্মচারীর নাম অনেক হয় । বিবাহ করলে তো হাফ পার্টনার হয়ে গেলে । কুমার দের বলা হয় যে তোমরা তো পবিত্র থাকো । গৃহস্থীদের বলা হয় যে তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পদ্মফুলের মতন পবিত্র তৈরী হও । এইসবে পবিত্রতা দরকার । বিবাহ না করলে তো আর বন্ধন থাকে না । কন্যাদের তো পড়তে হবে আর জ্ঞানে মজবুত হতে হবে । ছোটো ছোটো কন্যারা যারা নাবালিকা (সাগীর) হয়, তাদের তো নিতে পারবো না । তারা নিজের ঘরে থেকে পড়াশোনা করতে পারে । মাতাপিতা জ্ঞানে আসলে তো নাবালিকা (সাগিরকে) নেওয়া যায় । এটা তো স্কুলের স্কুল , ঘরের ঘর আর সৎসঙ্গের সৎসঙ্গ । সৎ মানে হলো এক বাবা , ওঁনাকেই বলা হয় ও দূরের পথের যাত্রী । আত্মা ফর্সা পরিনত হয় । বাবা বলেন আমি যাত্রী (মুসাফির) সদাই ফর্সা হই , পবিত্রতায় থাকি । আমি এসে সব আত্মাদের পবিত্র, ফর্সা তৈরী করি আর তো কোনো এরকম মুসাফির হয় না । বাবা বোঝাচ্ছেন আমি এসেছি রাবণের রাজ্যে । এই শরীরটাও অপরের , তোমার আত্মা বলবে যে এটা আমার শরীর । কিন্তু বাবা বলেন যে এটা আমার শরীর নয় । এটা এঁনার (ব্রহ্মবাবার) শরীর । এই পতিত শরীর আমার নয় । আমি(শিববাবা) আসি এনার (ব্রহ্মবাবার) অনেক জন্মের অন্তের জন্মে । যারা নম্বরওয়ান পবিত্র ছিল , তারাই নম্বরলাস্ট অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বিকারী পরিনত হয় । প্রথম নম্বরে ষোলো কলা সম্পূর্ণ ছিল । এখন তো কোনো কলা নেই । এখন তো

সবাই হয় পতিত , তাই বাবা সেইকারনে দূরদেশের মুসাফির (যাত্রী) হয়েছেন । তোমরা আত্মারাও হলে মুসাফির বা যাত্রী । এখানে এসে পার্ট প্লে করে থাকো । এই সৃষ্টিচক্রকে কেউই জানে না বা বোঝে না । যদিও অনেকে অনেক শাস্ত্র ইত্যাদি পড়ে , তারপরও এইসব জ্ঞান কেউই দিতে পারে না। বাবা বোঝাচ্ছেন যে আমি এই তনে প্রবেশ করে আত্মাদের জ্ঞান দিয়ে থাকি । তারা তো হলো মনুষ্য , আর মানুষ মানূষদের শাস্ত্রের জ্ঞান দেয় তো তারা হয়ে গেলো ভক্ত । সদ্গতি দাতা তো একজনই হন । যিনি হন জ্ঞানের সাগর , ওঁনাকে না জানার কারনে দেহ অভিমান এসেছে । তারা তো কেউ এটাই বোঝে না যে তারা আত্মা , আর নিজেদের আত্মা নিশ্চয় করতে হবে । আত্মাই পড়াশোনা করে । এইসব কেউই বোঝে না , কারণ সকলেই এখন দেহ অভিমানে আছে । তাই দূরের পথের যাত্রী শিববাবাকে বলা হচ্ছে । তুমি জানো আমরা চুরাশী জন্মের চক্র ঘুরে নিয়েছি ।

বাবা বলেন যে পাঁচ হাজার বছর আগেও তোমাদের বুঝিয়েছিলাম, বাচ্চারা তোমরা নিজের জন্মের ব্যাপারে কিছুই জানো না । আমি জানি যে গীতায় আটায় নুন মেশানোর মতন কিছু আছে । সেই গীতার এপিসোড , সেই মহাভারতের লড়াই , সেই মনমনাভব মধ্যাজী ভবের জ্ঞান । মামেকম্ স্মরণ করো । লড়াইও বরাবর লেগেছে , পান্ডবদের বিজয়ও হয়েছে । বিজয়মালা বিষ্ণুর বলা হয়েছে । শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে পান্ডবরা গলে মরেছে । তাহলে মালা কিভাবে তৈরী হলো । এবার তুমি বুঝেছো যে আমরা বিষ্ণুর মালা পরিনত হতে এখানে এসেছি , ওপরে আছেন পতিতপাবন বাবা । ওঁনার স্মৃতিচিহ্ন (ইয়াদগার) তো দরকার , তাই না । ভক্তিমার্গে স্মৃতিচিহ্ন গাওয়া হয় । কেউ আটের মালা , কেউ ১০৮ এর মালা , আবার কেউ ১৬১০৮ এর তৈরী হয়েছে । গাওয়া হয় তোমাদের ঊর্দ্ধগামী কলার পরিবর্তনে সকলের কল্যাণ নিহিত আছে (চড়তী কলা তেরে ভানে সর্ব কা ভলা) । এখন তুমি জানো যে আমাদের হয় উড়তি কলা । আমরা ফিরব নিজেদের ঘর সুখধামে আর তারপর আমরা কি ভাবে নীচে নেমেছি , চুরাশী ধর্ম কি ভাবে গ্রহণ করি , এইসব সারা জ্ঞান তোমার বুদ্ধিতে আছে , আর এই জ্ঞান ভোলা উচিত নয় । আমাদের সকল দুঃখ হরন করে অভিশাপ মিটিয়ে সুখের বর্সা দিতে বাবা এসেছেন । রাবণের অভিশাপে সকলকে দুঃখ ভোগ করতে হয় । তাই এবার বাবাকে আর বর্সাকে স্মরণ করতে হবে । তুমি জানো আমরা সূর্যবংশীরা ভারতে রাজত্ব করেছি । ভারতেই শিববাবা আসেন , ভারতই স্বর্গ ছিল , এইসব মুহূর্তে মুহূর্তে বুদ্ধিতে স্মরণ আসা দরকার । যারা চুরাশীর চক্র ঘোরেনি , তারা না ধারনা করবে আর না করাবে , তাদের দেখে বোঝা যাবে যে তারা চুরাশীতম জন্ম গ্রহণ করেনি । তারা দেরীতে এসেছে। তারা স্বর্গেও আসে না । প্রথম প্রথম যাওয়া ভালো , তাই না । নতুন বাড়ীতে প্রথমে নিজে থাকবে, তারপর ভাড়ায় রাখবে । তখন তো সেটা দ্বিতীয় হাত হবে , তাই তো । সত্যযুগ হলো নতুন দুনিয়া । ত্রেতাকে দ্বিতীয় হাত বলা হবে । তো এবার বুদ্ধিতে এসেছে যে আমরা স্বর্গে নতুন দুনিয়ায় যাবো । সেই কারনে পুরুষার্থ করতে হবে , প্রজা তৈরী করতে হবে । তুমি বুঝতে পারবে যে মালায় কাদের গাঁথা হবে । যদি কাউকে সোজা ভাবে বলা হয় যে তুমি আসবে না , তাহলে সে তো হার্টফেল করবে , এইজন্য বলা হয় যে পুরুষার্থ করো , নিজের যাচাই করো যে আমাদের বুদ্ধিযোগ বিচরন তো করছে না । তোমাদের শিববাবার সাথে কতটা স্নেহ আছে ! বলেও তারা যে আমরা বাপদাদার নিকটে যাই । শিববাবার থেকে দাদা দ্বারা বর্সা প্রাপ্ত করতে গিয়ে থাকি । এরকম বাবার কাছে তো অনেকবার যাওয়া হয় কিন্তু গৃহস্থ ব্যবহারও সামলাতে হবে । যদিও অনেক বন্ধন থাকে কিন্তু এতো সময়ও নেই । পুরো নিশ্চয়ও নেই । নইলে তো মাসে দুমাসে গিয়ে রিফ্রেশ বা তরতাজা হতে পারে । তাহলে তাদের ঘন ঘন আকর্ষণ (কশিশ) হবে । সূচে মরচে

জমে গেছে তো চুম্বক এতোটা টানে না । যাদের পুরো যোগ হয় , তাদের চট্ করে আকর্ষণ হবে । পালিয়ে বা ছুটে আসবে । যত মরচে উঠতে থাকবে , তত আকর্ষণ হতে থাকবে । আমরা চুম্বকের সাথে মিলিত হয়েছি । গানও আছে – চাইলে মারো , চাইলে কিছুও করো , তবুও আমরা তোমার দ্বার থেকে সরবো না । কিন্তু সেই অবস্থা পরে হবে । মরচে উঠে গেলেই সেই অবস্থা হবে । বাবা বলেন হে আত্মারা , গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও মনমনাভব থাকো । এমন নয় যে এখানে পালিয়ে বসতে হবে । সাগরের কাছে মেঘদের (বাদল) আসতে হবে রিফ্রেশ হতে । সার্ভেসেও যেতে হবে । বন্ধন যখন শেষ হবে তখনই সার্ভিসে যেতে পারবে । মাবাবাকে নিজেদের বাচ্চাকে সামলাতে হবে । বাবার স্মরণে থাকতে হবে আর পবিত্র হতে হবে ।

বাবা বুঝিয়েছেন যে অনেক প্রকারের বিঘ্ন জ্ঞান যজ্ঞে পড়ে । বলাও হয় , ঈশ্বর তো হন সমর্থ তাহলে এতো বিঘ্ন হয় কেন ? কারণ মানুষরা জানেই না যে রাবণ ভগবানের থেকেও তীব্র হয় । তার রাজ্য ছিনিয়ে নেওয়ার কারণে অনেক প্রকারের বিঘ্ন হতে থাকে । ড্রামার প্ল্যান অনুসারে আরও বিঘ্ন পড়বে । শুরু থেকে নিয়েই পতিতদের বিঘ্ন পড়ে । শাস্ত্রে তো লেখা আছে যে কৃষ্ণের ১৬১০৮ (ষোলো হাজার এক শত আট) পটরাণি ছিল । সাঁপে ছোবল মেরেছে । রামের সীতা চুরি হয়েছে । এবার রাবণ স্বর্গে কোথা থেকে আসলো । মিথ্যে তো প্রচুর আছে । বলে তারা বিকার ছাড়া বাচ্চা কি ভাবে হবে । তারা জানেই না যে যারা বর্সা প্রাপ্ত করার অধিকারী হবে , তারা এসে বুঝবেও । তাহলে এই জ্ঞান যজ্ঞে অসুরদেরই বিঘ্ন পড়ে । পতিতদের অসুর বলা হয় । তারা তো হচ্ছেই রাবন সম্প্রদায় । আর তুমি এখন সঙ্গমে আছো । রাবন রাজ্য থেকে কিনারা করে নিয়েছো । তারপর্ও কিছু লেস আসে । বুদ্ধিতে এই জ্ঞান আছে যে আমরা ফেরত যাচ্ছি । বসে তো এখানেই আছি । বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে । এখানে বসে তো আছো কিন্তু তাদের সাথে যেন তোমার বৈরাগ্য হয়েছে । এই ছিছি দুনিয়া কবরস্তান হবে । বিভিন্ন পয়েন্টস দ্বারা বোঝানো হয় । বাস্তবে তো একই পয়েন্টস আছে , সেটা হলো মনমনাভব । কত চিঠি আসে বাবা আমরা হলাম বাঁধেলী (বন্ধনে বাঁধা) । এক দ্রৌপদী তো হবে না , হাজার হয়ে যাবে । এবার তুমি পতিত দুনিয়া থেকে পাবন দুনিয়ায় ট্রান্সফার হচ্ছ । যারা কল্প পূর্বে ফুল তৈরী হয়েছে হবে , তারাই বেরোবে । গার্ডন অফ আল্লাহর এখানে স্থাপনা হবে । কেউ কেউ তো এতো ভালো ফুল হয় , যে দেখলেই আরাম লাগে অর্থাত মনটা খুশীতে ভরে যায় । নামই হয় কিং অফ ফ্লায়ার্স অর্থাত ফূলের রাজা । পাঁচদিন রাখা থাকলেও তাজা থাকবে । গন্ধ ছড়াতে থাকবে । যেখানেও যারা বাবাকে স্মরণ করছে আর স্মরণ করাচ্ছে , তাদের সুগন্ধ ছড়াতে থাকবে । তারা সদৈব খুশীতে থাকে । এইরকম মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের দেখে বাবাও হর্ষিত বা আনন্দিত হন । তাদের আগে বাবার জ্ঞান ডান্স বা জ্ঞানের নৃত্য ভালোভাবে হয় । আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের মাতাপিতা বাপদাদা স্মরন করছেন আর জানাচ্ছেন স্নেহ সুমন আর সুপভাত । আত্মাদের পিতা (রুহানী) আত্মারূপী বাচ্চাদের জানান নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১. জ্ঞান আর যোগে মজবুত হতে হবে । বন্ধনে না এসে থাকলে, জেনে শুনে বন্ধনে ফাঁসবার দরকার নেই । বাল ব্রহ্মচারী হয়ে থাকতে হবে ।

২. এখন আমাদের হলো উত্তরণের কলা । বাবা আমাদের সব দুঃখ হরণ করতে , অভিশাপ মিটিয়ে বর্সা দিতে এসেছেন । বাবা আর বর্সাকে স্মরণ করে অপার খুশীতে থাকতে হবে । যাচাই করতে হবে যে আমাদের বুদ্ধিযোগ কোথাও বিচরন তো করছে না ।

বরদান:- একাগ্রতার অভ্যাস দ্বারা সকল আত্মাদের মনোকামনা পূর্ণ করতে বিশ্বকল্যাণকারী (ভব) হও !

সকল আত্মার মনের ইচ্ছা হলো চঞ্চল মনকে বা বিচরন করা বুদ্ধিকে একাগ্র করা । তাই তাদের এই ইচ্ছাকে পূর্ণ করার জন্য প্রথমে নিজে নিজের সঙ্কল্পকে একাগ্র করার অভ্যাস বাড়াও । নিরন্তর একরস স্থিতিতে বা এক বাবা ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ নয় ----- এই স্থিতিতে স্থিত থাকো । ব্যর্থ সঙ্কল্পকে শুদ্ধ সঙ্কল্পকে পরিবর্তন করো , তখনই বিশ্ব কল্যানকারী ভবের বরদান প্রাপ্ত হবে ।

স্লোগান --: ব্রহ্মাবাবা সমান গুণ স্বরূপ , শক্তিস্বরূপ আর স্মরণ স্বরূপ যারা তৈরী হয় , তারাই হলো সত্যিকারের ব্রাহ্মণ ।